গাংনীতে ১৬টি বাঁধ অপসারণ, দু’জনের অর্থদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গোপাল নগর গ্রামে অবৈধ বাধ দিয়ে মাছ শিকার করায় দুইজনকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেই সাথে ১৬টি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সহকারি কমিশনার (ভুমি) গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা নুর-ই- আলম সিদ্দিকী এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। দন্ডিতদের কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। এরা হচ্ছেন গোপাল নগর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আব্দুল হালিম
(২৭) ও আবুল কালামের ছেলে বদিউজ্জামান (৪৫)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত জানায়, দন্ডিতরা বেশকিছুদিন যাবৎ ওই খালে ১৬ টি স্থানে বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে কয়েক শত বিঘা জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছিল এমন অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুর-ই-আলম সিদ্দিকী অভিযান চালান। এসময় বাঁধ মালিকরা তাদের দোষ স্বীকার করলে মৎস সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর ৩ ধারায় উভয়কে ৬ হাজার টাকা দন্ড প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারি বর্ষনের ফলে গোপালনগর ও চেংগাড়া মাঠের নিচু জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফসলহানি হয় কয়েকশ বিঘা জমির। স্থানীয়রা সমস্যা তুলে ধরে উপজেলা প্রশাসনকে জানালে উপজেলা প্রশাসন বাঁধ অপসারনের উদ্যোগ গ্রহন করেন। এ সময় মৎস সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রীতম চৌধুরী। গাংনী থানা পুলিশর একটি টিম সহ স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভারী বর্ষনে হাজার

হাজার হেক্টর ফসল পানির নিচে

মেহেরপুরে দফায় দফায় ভারি বর্ষণে হাজার হাজার হেক্টর ফসল পানির নিচে তলিয়ে গেছে। গত কয়েক দিনে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও পুনরায় অতি বৃষ্টির কারনে বেড়েছে পানি। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকায় নষ্ট হচ্ছে জমির ফসল। চলতি মৌসুমে মেহেরপুরে প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়েছে। এতে প্রায় ২০ হাজার কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তবে পানি বৃদ্ধি না পেলে আমন ধানের জন্য উপকার হবে বলে জানিয়েছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

যদিও স্থানীয় হিসেবে এর পরিমান আরও বেশি। ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে ধান, সবজি ও রবিশষ্যের জমির পরিমান বেশি। এর মধ্যে ফরিদপুরের অন্যতম ফসল কলা ও আগাম বাঁধাকপি রয়েছে। সদর উপজেলার বুড়িপোতা, পিরোজপুর, আমদহ, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর, মোনাখালি ও বাগোয়ান, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি, কাজিপুর ইউনিয়নে ক্ষতি হয়েছে সব থেকে বেশি। অপেক্ষকৃত নিচু এলাকা ও ভারতীয় পানিতে ডুবছে বলে জানিয়েছে এলাকাবাসি।

গাংনীতে সম্প্রতি মেহেরপুর-২ আসনের সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন এর উদ্যোগে বিভিন্ন বাঁধ অপসারণ করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হলেও খুব একটা লাভ হয়নি চাষিদের।

সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের কামদেবপুর গ্রাম দিয়ে মাঠের ভিতর ঢুকছে ভারতীয় জলাঙ্গী নদীর পানি। একদিকে ভারতীয় পানির চাপ অন্যদিকে ভারি বৃষ্টি এতে মাস খানেক ধরে পানির নিচে তলিয়ে আছে কয়েক হাজার হেক্টর ফসল। এর মধ্যে আছে ধান, কলা, কচু, মরিচ, বাঁধাকপি সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি।

ইউনিয়নের হরিরামপুর ও চুঁচুখোলা বিলের পানি বৃদ্ধি ও ভৈরব নদের পানি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হওয়ায় মাঠের পানি বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই। ফলে পানির নিচে থেকেই নষ্ট হচ্ছে জমির ফসল। এদিকে ফসল নষ্ট হওয়ায় সবজির দাম বেড়েছে দ্বিগুন।
সম্প্রতি মেহেরপুরের এক আসনের সাংসদ ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের একটি অনুষ্ঠানে বলেন, দারিয়াপুর ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের মাঠের ভিতর দিয়ে যে বিলটি আছে সেটি পুন:খনন করা হবে। যাতে করে বন্যায় ফসলের কোন ক্ষতি না হয়। খাল খনন দ্রুত

বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা।

ইদ্রিস, আহম্মদ আলী, রুহুল আমীন, আলমগীর সহ বেশ কয়েকজন চাষি জানান, এ বছর বৃষ্টির চাপ বেশি। অন্যান্য বছরে বর্ষার সময় ফসল ডুলেও অল্প দিনের মধ্যেই সেটি আবার জেগে যেতো। কিন্তু ভারতীয় পানি ও অতি বৃষ্টিতে এবার পানি বের হচ্ছে না। মাঝে একটু স্বাভাবিক হলেও গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আবারও পানির নিচে চলে গেছে ফসল।
শাহিন রেজা নামের এক মৎস চাষি জানান, প্রায় দুই লক্ষ টাকার মাছ পানিতে ভেসে গেছে। পুকুরে বাঁধ দেওয়া থাকলেও গত সোমবারের ভারি বর্ষনে বাঁধ ভেঙে গেছে।
সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান শাহজামান চৌধুরী বলেন, আমরা ইউনিয়নের একদিকে ভারত বেষ্টিত। ভারতীয় জলঙ্গী ও সীমানা সংলগ্ন মরগাঙ্গী খালের পানিতে নষ্ট হচ্ছে ফসল। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রায় ১৭ ভাগ ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। বিষষটি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর ১ আসনে সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন কে জানানো হয়েছে। তিনি আশ^◌াস দিয়েছেন পনি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে আলোচনা করে এ বছরেই পানি নিষ্কাশনের সু ব্যবস্থা করা হবে। মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক স্বপন কুমার খাঁ বলেন, এ বছর সারা দেশেই বন্যার প্রকোপ বেশি। সে তুলনায় মেহেরপুরের অবস্থা মোটামুটি ভালো। তারপরও আমরা ক্ষতিগ্রস্থ চাষিদের তালিকা তৈরি করে পাঠিয়েছি। ক্ষতি পুসিয়ে নিতে সরকারি ঘোষনা মোতাবেক সহজ শর্তে লোন সুবিধা পাই সেজন্য সহযোগীতা করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহের রাধানগর গ্রামে এক যুবককে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহের সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের রাধানগর গ্রামের সাজ্জাদুর রহমান শিলু নামে এক যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম

করেছে একই গ্রামের কিছু দূর্বৃত্তরা। সাজ্জাদুর রহমান শিলু সাগান্না ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার মোঃ শরিফুল ইসলামের বড় ছেলে।

শিলুর বাবা শরিফুল ইসলাম ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর নদীর ধারে ওত পেতে থাকা রাধারনগর গ্রামের ওয়াজেদ আলী ছেলে রাজিব, আব্দারের ছেলে আল আমিন, আজ্জেদের ছেলে সিরাজুল ইসলাম ও আব্দার হোসেনসহ বেশ কয়েকজন যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় ও হাতে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে সাজ্জাদুর রহমান শিলুকে।

পূর্বশত্রুতার জেরধরে গ্রামে আধিপত্ত বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছে। তারা আরও জানান থানায় রাজিবের নামে ইফটিজিংসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে।
শিলু বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলেও স্বজনদের কাছ থেকে জানা গেছে।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে বুধবার দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার কাজিপুর মুন্সিপাড়া থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার লাউবাড়িয়া সাহেবপুর গ্রামের ফইমদ্দীন মোল্লার ছেলে আব্দুল গনি(৪৫), একই গ্রামের মৃত কাবরান আলীর ছেলে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ(৩০), মৃত আজিমুল্লাহর ছেলে আব্দুল হামিদ(৫৩)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে অভিনব কৌশলে ভারতীয় অবৈধ ফেন্সিডিল বহন করছিল তারা। মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত

মামলা রুজু করা হয়েছে।
মেপ্র/এমএফআর

গাংনী হাসপাতালে দালাল ঠেকাতে কর্তৃপক্ষের তৎপরতা

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাম্প্রতিক সময়ে দালালদের তৎপরতা ও রোগীর টেস্ট করানো নিয়ে কঠোর অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। দালাল রুখতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ বিভাগে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। অপরদিকে চিকিৎসক, স্যাকমো, এমআরদের জন্য নতুন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, গাংনীর চিহ্নিত কয়েকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিক তাদের দালাল নিয়োজিত রেখেছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। তারা প্রতিনিয়ত রোগীদেরকে তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে নিয়ে টেস্ট করায়।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও কর্মরত কয়েকজনের বিরুদ্ধে দালালদের সহায়তায় সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। ফলে দালালদের অপতৎপরতা ঠেকাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাদেরকে গ্রেপ্তার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজা নিশ্চিত করণের জন্য ইতোমধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গাংনী থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ এম রিয়াজুল আলম।

এদিকে গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসক, স্যাকমো, ফার্মাসিস্ট ও এমআরদের বিষয়ে জারিকৃত নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সরকারি সরবরাহ নেই এমন কোন ওষুধ চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রে লেখা যাবে না। অফিস চলাকালিন সময়ে হাসপাতালে হয় এমন কোন টেস্ট করানোর জন্য রোগিকে বাইরে পাঠানো যাবে না। বাইরে করাতে হলে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিকভাবে করা যাবে। টিকিট ছাড়া কোন ওষুধ হাসপাতাল ফার্মেসী থেকে নেওয়া যাবে না এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই টিকিট কাটতে হবে।

অপরদিকে ওষধ বিপণন কর্মকর্তাদের (এমআর) জন্য নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত চিকিৎসকদের সাথে এমআরগন সাক্ষাত করতে পারবেন। এ সময়ের বাইরে তারা হাসপাতালে অবস্থান করতে পারবে না। এমআররা কোন প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলতে পারবেন না।

কোন ওষুধ কোম্পানির প্রডাক্ট প্রমোশনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চাইলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে আলোচনা ও অনুমতি নিতে হবে কিন্তু কোন অর্থ লেনদেন করতে পারবে না এবং বিষয়টি সিভিল সার্জনকে অবহিত করতে হবে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ এম রিয়াজুল আলম বলেন, নির্দেশনার বিষয়টি কঠোরভাবে প্রতিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ঠদের বলা হয়েছে।

অপরদিকে অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে তাও কঠোরতার সাথে দেখা হচ্ছে। মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের যা যা করণীয় সে বিষয়ে কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

কোটচাঁদপুর সরকারি কলেজ খেলার মাঠে নতুন ভবন নির্মানের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর সরকারি কে.এম.এইচ কলেজের খেলার মাঠ ক্ষতি করে নতুন ৬ তলা বিশিষ্ট ভবণ নির্মানের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১১ টার দিকে কলেজ বাসষ্ট্যান্ডের প্রধান সড়কে এই মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, শিক্ষক মহিদুল ইসলাম লাল, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ

শাহীন, ক্রীড়া সংগঠক রায়হান চেীধুরী, মিল্লাত হোসেন, কাজী জনি, ও মারুফ হোসেন প্রমূখ।

সমাবেশে বক্তারা কলেজের খেলার মাঠ ক্ষতিগ্রস্থ না করে অন্যস্থানে নতুন ৬ তলা বিশিষ্ট একাডীমিক ভবন নির্মানের দাবী জানান।

উল্লেখ্য, গত ৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে কলেজের নতুন ৬ তলা বিশিষ্ট ভবণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অনুতোষ কুমারের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ৬ তলা ভবন নির্মানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

কোটচাঁদপুরে ধর্ষণকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু দন্ডের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন

“ধর্ষণ মুক্ত বাংলাদেশ চাই, ধর্ষকের ফাঁসি চাই” এই স্লোগান নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ধর্ষণকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের দাবীতে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকতাল বুধবার সকাল ১০ টায় কোটচাঁদপুর মেইন বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় কালীগঞ্জ-জীবননগর মহাসড়কে কোটচাঁদপুরের সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ ধর্ষণ বিরোধী এই প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে।

মেইন বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় কর্মসূচী শেষে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিক্ষোভ র্যালী নিয়ে মেইন বাজার পায়রা চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এসময় শিক্ষার্থীদের হাতে “যুদ্ধ সরকারের

বিরুরেদ্ধ না, যুদ্ধটা ধর্ষকের বিরুদ্ধে” “থামাও ধর্ষণ” “ধর্ষণকে না বলুন” “হে রাষ্ট্র আমায় নিরাপত্তা দাও , নয়তো ধর্ষণ পরবর্তী সুষ্ট বিচার দাও” “আমরা সবাই ধর্ষণের বিচার চাই” “ধর্ষকের কোন ছাড় নেই। এমন নানা প্লাকার্ড নিয়ে সড়কে অবস্থান নেয়।

পরে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, অতি সম্প্রতি সিলেটে নববধূ ধর্ষণ, নোয়াখলীর বেগমগঞ্জে গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনসহ সারাদেশে ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গেছে। আইনের চোঁখ ফাঁকী দিয়ে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এই কারণে সারাদেশে ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতনদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত ও সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড করার দাবি জানান।

গাংনীতে আলোর পথে যুব উন্নয়ন সংস্থার বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

মুজিবশত বর্ষে আলোর পথে যুব সংঘের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত।

গতকাল বুধবার বিকাল ৫টায় মেহেরপুর গাংনীর উপজেলার চেংগাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের চারা বিতরণ করা হচ্ছে বলে জানালেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রধান এহসান কবির সবুজ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফিরোজ আহমেদ। সংস্থাটির প্রধান এহসান কবির সবুজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, গাংনী উপজেলা যুব উন্নয়নের ক্রেডিট অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী উপজেলা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, চেংগাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি শাহিন, আলোর পথে যুব উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক উমি খাতুন, সদস্য সাহাবুল, পরি, রাব্বি প্রমুখ।

ঝিনাইদহের সেই প্রতিবন্ধী মা ও তার সন্তানের আশ্রয়দাতাকে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা প্রদান

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মানসিক প্রতিবন্ধী সেই মা ও তার সদ্যজাত কণ্যা শিশু সন্তানের আশ্রয় দাতাকে সহযোগিতা প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গতকাল বুধবার সকালে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নগদ ৫৫ হাজার টাকা ও একটি ব্যাটারী চালিত ভ্যান পৌঁছে দেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

এছাড়াও তিনি সমাজ সেবা ও রোগীকল্যাণ সংস্থা থেকে ২০হাজার পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

এসময় স্থানীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার, কালীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী ঠান্ডু, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুবর্ণা রানী সাহা, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে কালীগঞ্জের মায়াধরপুর গ্রামের রাস্তার পাশ থেকে অন্ত:স্বত্তা ও প্রতিবন্ধী নারীকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেয় ওই গ্রামের দিনমজুর আমজাদ আলী। শুক্রবার কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রতিবন্ধী একটি ফুটফুটে কণ্যা সন্তানের জন্মদেন।

আশ্রয় দেওয়া ও সন্তান প্রসবের খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ গণমাধ্যমে প্রচার হলে তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিগোচর হয়।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসককে তার সার্বিক সহযোগিতার নির্দেশ প্রদাণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী উপহার পেয়ে খুশি দিনমজুর আমজাদ আলী। এদিকে মানসিক প্রতিবন্ধী ও তার কণ্যা সন্তানের শারিরীক অবস্থা এখন

ঝিনাইদহে পুজামন্ডপে অনুদান বিতরণ ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে আসন্ন শারদীয় দূর্গপুজা উপলক্ষে পূজামন্ডপ সমূহে সরকারি অনুদান বিতরণ ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা অডিটরিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি রানী দত্ত, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে সদর উপজেলার ৯৩ টি পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের হাতে সরকারি অনুদান হিসেবে মন্ডপ প্রতি ৫ শত কেজি চাল প্রদান করা হয়।
এসময় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহ করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।